নেই বৃষ্টি

উৎপল সরকার

পথে নামল অমল। পথে, পায়ে পায়ে মানুষ। বিষ্ঠায় থিক থিক পোকার মতন। অমন বিরক্ত হয়। ভাল লাগে না। গল গল সাথে । পছন্দ হয় না চকচকে শহরের ঝকঝকে মানুষ। তবুও সময় মুঠো বন্দী করতে হাঁটতে হয়....

হাঁটে অমল । হাঁটতে হাঁটতে টাকার শব্দ শোনে। মুহূর্তে মগজ, ফাঁকা হয়ে গেল। শরীর জুড়ে কষ্টটুকু উধাও । উদ্বেগ নিয়ে এগোয় অমল । নিশ্চিন্ত নিস্ফল ঠিকানায়।

একসময়, রাত নামল পৃথিবীর বুকে । তবুও কত শব্দ, টের পায় অমল । কান হয় ঝালাপালা। উৎকণ্ঠা তার দখিনা বাতাস নিয়ে, যার স্পর্শ পারে কখন! পাতার মতো হাঁটে । পা পা। এ বাঁক থেকে সে বাঁক । এ গলি থেকে সে গলি। ছুটোছুটি রোদ-জল নিয়ে এধার-ওধার । কিছুতেই স্থির হতে পারে না। মধ্যমাম ডাকে, 'আয় - আয়।' ছোটে অমল । তার পিছু পিছু ছোটে অগুনতি মানুষ। ঝাঁকে ঝাঁকে । 'টুকি, আমায় ধরতে পারে না।' বোকা অমল, চালাক অমল, প্রেমিক অমল, লোভি অমল, হাঁসফাঁস দাঁড়িয়ে পড়ে। পরখ করে চতুর্দিক। তার মনে হল, অত্যন্ত কাছের কোনও এক জন্তু সে। যেন এক কেয়ামতের ঘোড়া। সময়ের গতি ধীরে ধীরে অমলকে আচ্ছন্ন করল। তার এই ডিহি পথে নামা, তারই ইচ্ছার বিদ্ধে। তবুও মন বিভুঁই দেশে ছোটে । কিসের আকর্ষণে রোপিত হয় 'অধিকার' শব্দটি ? অমল গুলিয়ে ফেলে সবকিছু । প্রতীক্ষায় আগাপাশতলা গভীর কালো জলস্রোত। মধ্যযাম তাকে উদগ্রীব করে তুলছে । এখনো জানান দিল না, সে কেমন। মুষড়ে পড়ল অমল । দগ্ধ ঠোঁটে আকাশ দেখতে চাইল। নেই। আছে সার সার সাজানো কংক্রিট স্তম্ভ। শুকনো আলজিভ নির্জনতা খোঁজে । তা-ও নেই। কপালে অজস্র ঘামবিন্দু জমাট বেঁধে গেল। অমল দেখল, সূর্য ঝলসানো মানুষের মুখ আর মুখ । দৌড়ে তাদের কাছে আসতেই, কলকল শব্দের ঢেউ। রাগ, আগুন হয়ে মাথায় ওঠে অমলের। নিজের দুই গালে কষে থাপ্পড় মারে। তবুও আশ মেটে না। ফের মারে .... ফের মারে । মারতে মারতে যখন বিধবস্ত; বেড়ালের মতো পা টিপে পিটে, মধ্যযাম অমলের কাছে পৌঁছালো।

অবাক অমল। দেখতে পেল, মশাল জ্বলছে দাউ দাউ । গহন রাতে লালচে আলোয় সকলের মুখ গনগনে লাল । আঁচ লাগে অমলের । কপালের জমাট ঘাম, মুছতে গিয়ে অনুভব করে, লাল আলোয় হৃদয় এ ফোঁড় - ও ফোঁড়। আর যত রং ছিল ভুল খাটে, তা লাল বর্ণে মিশে গেছে কখন। কোনওটা পিঙ্গল, কোনওটা শুক্ল, কোনওটা নীলা, কোনওটা পীত, কোনওটা বা লোহিত বর্ণের। ঊর্দ্ধাকাশে আদিত্যর সঙ্গে অমল বিলীন হয়ে গেল।

শহর একটা মহাপথ। চলে গেছে এই গ্রাম থেকে সেই গ্রামে । দুই প্রান্ত যেমন বিভিন্ন গ্রামে সমর্পিত, অবাধ যাতায়াত, তেমনই অমলের ইচ্ছে হল, সূর্য রশ্মি নিয়ে এবার সে শহর গ্রাম কাঁপাবে। স্বচ্ছন্দে বিহার করবে ভোরের নদীর কলঙ্কিত বুকে। তখনই অমল খুঁজে পেল মহামিছিল, মানুষের পায়ের চাপ। রক্তবর্ণ চক্ষুর তর্জন-গর্জন। গ্লাগানে - গ্লাগানে উদ্ধত আঙুল তার দিকে । অমলের ভয়, অসুখে নিশ্চল হল। চোখ বন্ধ করল নদী-গর্ভে। নিদ্রামগ্ন অমল ধ্যানস্থ রইল পক্ষিল মেছো বনে। ভোগলালসায়, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মিথ্যা ছোটাছুটি । উত্তর পেল না কিছু । মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ মানুষের মুখ, শুধু তাকে ভাবায়।

অমল নিজের দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, ঘর-বারান্দার বাইরে শূন্যে তার অবস্থান। খাঁচার মধ্যে আবর্ত। ছোট বৃত্ত একটা । দ্বিধা ও বিষন্নতার মোহন শিকড় নিয়ে বেঁধে আছে সে ক্ষুদ্র জমিনের ওপর । অমলের নাগালের বাইরে, আর এক অমল। অথচ এক আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে। উদাসীন চেনা মুখ, তাকে জিগ্যেস করল, ওহে অমল, আমায় চিনতে পারছো?'

অমল বলল, 'আমার ভেতর প্রতি সময়, প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রাতে কূট অঙ্ক খেলা করে। স্বৈরাচারের গদিতে তাই বসেছি। কৌশলে গড়েছি দূর্গ। আগুন জ্বেলেছি বুকে।'

অগাবগা মানুষটি মিষ্ট কথায় বলল, চিনতে পারলে তাহলে? আমি হা মন্ডল গো। আমার মাথা ফাটিয়েছিলে। ধান লুট করেছিলে। তারপর, আমার বউকে একা পেয়ে কাপড় খুলে টানাটানি.... ।'

অমলের মুখের প্রসন্নতা কপ্পুরের মতো উবে গেল। সূর্যরশ্মি তাকে ঘিরে ফেলল। নিয়ে চলল ঊর্দ্ধলোক। অমলের পাখনা নেই। জানা নেই, কোনদিকে যাবে? বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে ক্ষিপ্রগতি মনের যতটুকু সময় লাগা উচিত, সেই সময়ের মধ্যে মানুষ অমলকে নিয়ে যায় মানুষের কাছে। যেখানে আকাশ ঝুলে আছে পৃথিবীর বুকে, আছে গা-ঠাসাঠাসি সবুজ বনানী, পাখির কল-কাকলী, নদীর কুলকুল রব। কিন্তু অমলের চোখে হতবুদ্ধি দৃশ্য। খেলা করে অবিশ্রাম মৃত্যু কথা।

একটা পাখির পালকে ভর করে মানুষজন বৃষ্টিধারা অতিক্রম করল। অমল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আদুরে দিন, অমলকে মসলিন মখমল পোষাক পরিধান করাল। আখের গুছাতে গেলে বস্তুর প্রয়োজন হয়। সেই কথা ভেবে, আকাশ পথে উড়ে চলল অমল, বুক উথলানো সুখের সন্ধান পেতে। বড্ড দরদ, মিছিলে মিছিলে ঘাম ঝরানো মানুষ গুলোর ওপর। কঠিন অমল, মিছিলের পাশাপাশি হেঁটে চলে। নীরব চোখ খোঁজে, বৃষ্টিতে ভেজা ঝুপসি মানুষ। আচমকা পেয়েও গেল। দেশ-গিরাম ছেড়ে আসা মিছিলে সামিল উপাসক মানুষটি । মুখাবয়রে নেই কোনও ভালবাসার চিহ্ন। গায়ে গাছ-গাছালির গন্ধ। লোকটাকে ভাল লেগে গেল অমলের। মিথ্যা ছল-চাতুরীর ভন্‌ভনানি অগাবগা মানুষটির চোখে মুখে নেই। তাই, অমল ডাক দিল, 'এ্যাই।'

লোকটি অমলের ডাক শুনতে পেল না। পেলেও, হয়তো, অমলের ইঙ্গিত, ধরতে পারল না। বাধ্য হল অমল, লোকটির হাত ধরে টান দিতে । পর পর একে একে অনেকের। প্রত্যেকে ফিরে ফিরে তাকাল। কারণটি, এবং কেন, তাদের বোধগম্য হল না। বোঝাল অমল। বলল, 'মূর্খের মতো না জেনে, না বুঝে, এগোচ্ছো কেন?'

অমলের কথায়, কী জানি কোথায়, ধর্মাবতারের নির্দেশ ছিল, মানুক বা না মানুক, এক মুহূর্তের জন্য, মিছিলের বুক ধড়ফড়িয়ে উঠল। জোড়া জোড়া সুনসান চোখ, অমলকে জরিপ করল। ভাবল, এটা অপোগন্ড একটা লোভি মানুষ নয় তো! বা এইড্‌সের ফলক, কীটানুপুঞ্জ! মুখে বলল, 'আমরা মিথ্যা পছন্দ করি না। লড়াই করে বাঁচতে চাই।'

অমল হেসে কুল পেল না। মানুষগুলোর কথায় মজা আছে তো বেশ। অমল ফের বলল, 'ওহে মশা-মাছির দল, একাগ্র মনে লোভ ত্যাগ করে এই কথাগুলো বলছো তো? আচ্ছা, বলো তো দেখি, জোনাকির আলোয় রক্তের স্বাদ ক্যামন লাগে? ঝিঁঝিঁ পোকার গানের সঙ্গে চকচকে টাকার খরখর শব্দের মিল কতটুকু?'

একটা বিস্ফোরণ ঘটল । মিছিলের মানুষ, দু-হাতে, অন্তর চেপে ধরল। ঊর্দ্ধমুখে কাতরানির প্রকাশ জানাল। চোখে হু হু অশ্রু, এবং বুক চাপড়ানি। লড়াকু মানুষের লড়াকু পতাকা ধুলোয় লুটোপাটি খেল। এক থেকে অনেক, খন্ডখন্ড মিছিল, দুদ্দাড় রাস্তা পেল। না-রাত্রি, না-সন্ধ্যার সময়, অমলকে পিঠ দেখাল।

অগত্যা অমল, সূর্যাস্ত-ছায়ার সময়, ধাবমান মন, ফিরিয়ে গুটিয়ে আনল। জানা হয়ে গেল, কৃচ্ছ্রসাধনে কোনও লাভ নেই। অতএব, রাস্তাটা ঠিকঠাক জানা দরকার। অমল বুক ভর্তি অচেনা বাতাসে অ্যালবাম খুলল। তাতে মানুষ দেখে। অনেক মানুষ। মানুষগুলো ক্যামন যেন। বেশ, তবে পাতা উল্টিয়ে, একে একে দেখা যাক্ । রিপু বা কাম, মানুষের রক্তে নিত্য আলোড়ন তোলে। তা শহর বা গ্রাম, সর্বত্র একই ছবি । কপটতার চেহারা শুধু আলাদা আলাদা ।

এমন সময়, এক সন্ন্যাসী অমলের সামনে হাজির । রাজপথ আলোয় আলো। অমল যেন আম-কাঁঠালের বাগান পেল। বলল, 'মিথ্যা মায়া থেকে মুক্তির উপায় বলে দাও বাবা। আমার বুকের ভেতর ভালবাসা ফুট ফুট .... কলজে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আবার ভালবাসা পেতে গেলে টাকার সিঁড়ি দরকার । আমি তো তাই টগবগ-টগবগ ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছি। বলে দাও, কোন্‌দিকে যাব?'

সাধুবাবা মৌন । দীর্ঘ দীঘল চোখ । উজ্জ্বল কালো মণি । প্রত্যয়ে অমলের দিকে তাকাল। উত্তরের অপেক্ষায় অমল তখন তোলপাড় । সাধুবাবা মুঠোবদ্ধ হাতের খেলা তর্জনী, আকাশ দেখাল। তারপর, অমলের বুকের মধ্যখানে, একটা মাটির ঘর, যা খড়ের চালের ছাউনি, বসিয়ে দিল। বলল ঃ 'অন্তঃশরীরে.... ।'

আকাশের কালো মেঘ, ঘূর্ণিঝড়, অমলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে পায়চারি করতে থাকে। সামনে প্রশস্ত খোলা মাঠ । ঝড় উপেক্ষা করে ছুটে আসছে সংখ্যাহীন ঘোড়া। খুরে টগবগ-টগবগ ধুলো উড়িয়ে। পিঠে উপবিষ্ট উদ্যম খোকা-খুকু । খুকুর ঈষত আনত ভারি বুক । ছুটন্ত ঘোড়ার তালে তালে লিঙ্গ এবং স্তন নড়েচড়ে। ঘোড় সওয়াররা অমলকে ঘিরে ফেলল । বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত তৈরি করল। সেখানে অমল বিন্দুসম। আরোহীরা রব তোলে হা-হা। তা না হাসি না কান্না না হুংকার, বুঝতে পারে না অমল। শরীর সিঁটোয়। পোষাক খসে পড়ে। দিগম্বর অমলের ছানাবড়া চোখ, তাতে ভোগাতুর দৃষ্টি জন্ম নেয়।

পেটের মধ্যে একটা গুহা আছে । মোচড় দিতেই, অমল অতিবোকা বনে গেল। নাম তার ক্ষুধার জ্বালা। কামের নামও ক্ষুধা। অমলের মনের ভেতর রিপু হামাগুড়ি দিল। মিলিত হল বালিকা যুবতীর সঙ্গে। যুবতী হাসে । অমলের ভাঙা শিরদাঁড়া সোজা হয়। লুটিয়ে পড়া মান্য বোধ ফিরে আসে। আগ্রহে অমল জিগ্যেস করে, 'তুমি কে?'

স্থির বালিকা যুবতী সচল হয়। আনন্দ মুখে ফুটন্ত হাসি। মিষ্টি স্বরে বলল, 'আমি কাল। ছিলাম - আছি - থাকব।'

বেকুব অমল । চোখ খুলে গেল তার। সামনে ঝুঁকে আছে অঙ্ক কষা দিন । দিন মানে তো কান্নার আঠায় লেপ্টে থাকা সময়। অন্ধকারের আতঙ্কে কেঁপে ওঠে অমল। মনে প্রশ্ন জাগে, এই সময়, পশ্চিমে, যখন সূর্যের ঢল, আকাশে রঙের পরিবর্তন, জানতে ইচ্ছে হয়, দেবিনার কথা। একদিন বাগানে, আলতামুখী দেবিনা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, অমলের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, ফিস ফিস বলল, 'তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে।'

সেই মুহূর্তে, ধৃত কামগন্ধ পেয়ে, অমলের খিদে নড়ে উঠল। মুষড়ে পড়ে অমল। ক্লান্ত যন্ত্রণা ফিরে আসে। ঝিলিক দেয়। পায়ের শিরা বেয়ে বিদ্যুৎ হাঁটে মাথায়। ফুরিয়ে আসা বিকেল খামচে ধরতে ইচ্ছে করল। অথচ, দেবিনার অবস্থান, অমলের হা-মুখ, কোনও শব্দের জন্ম দেয় না। দেবিনা বলল, 'বড়লোক হওয়ার নেশা, টাকার ভূত, আমার ঘাড়ে চেপেছে। রাতে তারা বড্ড উৎপাত করে। ঘুমোতে দেয় না।

অমল ভেবেছিল, কী না কী ঠোকর মারবে দেবিনা। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল অমল। সাধ জাগল বেহিসেবি হওয়ার। শুধু ইনচি মাপা কথার উচ্চারণ। দেবিনাকে ছেনাল ভালবাসায় বেঁধে ফেলা। ক্যামন হয়? অধুনা, দেখেছে অমল, চাপ চাপ বাতাস, সন্ধ্যের সময় বাগানে আসর জমায়। ঠিক তখনই, দেবিনা দর্শনে, অমলের বয়স জাদুমন্ত্রে কমে যায়। সম্মুখ দন্ডায়মান তুখোড় ভাটিকা নারী মিস ইন্ডিয়া। জ্যান্ড্রফ ভাগানো এক কুয়াশা যুবতী। নিরাশায় অমল, নির্জন বাগানে, মিস ইন্ডিয়ার কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইল। জয়ী হল অমল। হৃৎপিন্ডের ওপর চেপে ধরল ভাটিকা যুবতীর নধর বরফ শীতল স্তন। গোল মুখ দেবিনা। হলুদ ফর্সা শরীর। চুলের গোছ অল্প তুলে আলগা বাঁধা। ডাগর চকচকে স্পষ্ট চোখ দুটি আয়েশে বন্ধ করল সে। একবার ডানে, ফিরে বামে, আকাশচুম্বী মিস ইন্ডিয়া, মাথা দুলিয়ে জানান দিল, যতই তুমি উত্তাপে বরফ গলাও হে চাঁদ, আমি গলি টাকার অঙ্কে। তুমি টাকা দাও, বিনিময়ে আমি নদীর তিরতির স্রোত দেব।

অমলের পৃথিবী, গরম দুটো চাটুর স্পর্শ পেল। ধবল পা দেবিনার। প্রসারিত করল অমলের মুখের ওপর। আঙ্গুলগুলো কামবিদ্যায় চুষতে আদেশ দিল। আর বলল, 'তোমার ক্ষমতা দেখাও যুবক। আমার দাম টাকার অঙ্কে। টাকা যার আমি তার।

মিছিলের স্লোগান মনে পড়ে গেল অমলের। 'লাঙল যার জমি তার।' 'অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়।'

অমলের কাছে পৃথিবীর ফাঁকা লাগল। বিভ্রমে চোখ আলত হয়ে গেল। স্থির দৃষ্টিতে ধরা পড়ল দেবিনার অখন্ড রসদ। ক্ষুধার কাছে যেন যুগ যুগ উর্বর ফসলভূমি। ভাটিকা যুবতীর আলম্বিত বাহু। তাকে সঠিক চিনতে গেলে টাকাই আসল। খরখরে টাকার গন্ধ, দেবিনার মসৃন ত্বকের গন্ধ, দুটোই সম মাত্রার। অনেকদিন মুক্ত আলোয় গোছা গোছা খরখরে নোট দ্যাখেনি। নিজেকে আচম্বিতে নিঃসঙ্গ বস্তু মনে হল। চোখ ফেলতেই দেখল, রোদ্দুরে রোদ্দুরে স্নাত হয় দেবিনা । এক মুঠো নরম সোনালী রোদ্দুর দেবিনার ঠোঁটে ঝুলে আছে । অমলের কাছে জমা হয় সময়ের ঘন অন্ধকার। মহালোক থেকে ছিটকে আসে আলো। অমল কব্জা করে তাকে। দেবিনাকে উপহার দেবে বলে। কথায় কথায় দেবিনা একদিন বলেছিল, 'পুষ হয়েছো, সন্তান দিতে পারোনি। আমি সৃষ্টির গুণে অশোক ফুল হয়েছি। এবার থেকে আগুন পুষ ধরবো।'

অমলের দুয়ারে মানুষ আসে, মানুষ যায়। তারা শুধু টাকার গল্প বলে। অমল অবাক হয়। ভাবে, নেই বর্ষায় মানুষ বেঁচে আছে কী করে! অমলের এই বিস্ময় বোধের বিলুপ্তি করণে, জীয়ন কাঠি ছোঁয়াল তারা। গল্প বলল খুকু যুবতী। বলল, 'পিঁপড়ে যা, মানুষও তাই। পিঁপড়ের স্রোতে, মানুষ মিশে গ্যাছে । মিছিল দেখেও তোমার শিক্ষা হল না।'

বাগানে তখন কপিলা গাই দেবিনা ছিল। ফুল তুলছিল। ফুল থেকে ফল হবে। ফল থেকে বীজ । বীজ থেকে টাকার গাছ । টুক টুক হাঁটতে হাঁটতে, কখন যেন শীত এসে গেল। অজস্র পিন ফোটাল দেবিনাকে। কুটুস-কুটুস দাঁত বসাল। উদ্বেল দেবিনা। ডাক দিল কবুতর অমলকে। তৃষ্ণায় বুক ফাটে । ভালবাসার আবরণ নিয়ে গোপন বাঁকা পথে বেঁচে থাকার আকুতি । মায়ার আকুতি । মায়া দহনজ্বালা তোলে। মায়া বড় কঠিন । কিছুতেই কাটে না। এ যেন লবন গোলা জল। ঠিক সেই সময়, বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, কমলি দেবিনার ডাক পেল অমল। মালুম হল, পেটে খিঁচ ধরেছে । উপোসী শরীর তেতে খা-খা। রোদ-জল শুকিয়ে বুক ঠা-ঠা। তাই, শরীরের দিনরাত ঠিকঠাক করতে, হিম বাতাস গায়ে মাখল অমল। দেবিনার ভিজে ঠোঁট চুক-চুক-চুষল। পাশাপাশি, দো-আঁশ মাটির গন্ধ খুকু-যুবতীর শরীরে । বাগানে জমাট অন্ধকার। পৃথিবী মশারীতে ঢেকে গ্যাছে । ব্রহ্মাণ্ড বিছানায় পরিণত । অমল স্পর্শ নিল খুকু-যুবতি জমির। চারা রোপন ইচ্ছায়।

দেবিনা, অমলকে উপুড় শোয়াল।

বালিকা, অমলকে চৌমাথায় দাঁড় করাল।

অমলের গলায় ঝুলোঝুলি দেবিনা । বলল,

‘রাজধানীর রাজপথে হাঁটো। ওখানে টাকা ওড়ে।’
খুকু যুবতী বলল, ‘গ্রামে যাও। শস্যের কাছে বুক পাতো, বীজ পাবে। সেখানে পাখি প্রকৃতির কোলে গান গায়। অমল, তুমি গ্রামে যাও।’
দেবিনা বলল, ‘নেতা হও । দাদাগিরি করো। অনেক টাকা পাবে।’
অমল তাই পথে নেমেছে । সামনে জনগণ। একজন বলছে, অপোনেন্ট পার্টি লালুকে বেধড়ক পিটিয়েছে ।’
অপরজনঃ ‘লালুর কপাল ভাল। নেতা বনে গেল।’
অমল ওপরে ওঠার সিঁড়ি পেল। জ্ঞান পেতেই খিদেতে মুচড়ে উঠল পেট। অমল কোঁকাল, তারপর একজনকে বলল, ‘লালুর বাড়ি কোন্ দিকে ভাই ?
সে চোখ পাকাল। মণিদুটো বলের আকার নিল। জটলা ছত্রভঙ্গ হল। কিন্তু প্রথমজন পালাল না। কৌতূহল তাকে অমলের সামনে খাড়া দাঁড় করাল। বলল, ‘ওদিকে যেও না। পুলিশের ভয় আছে।’
ভয় শব্দ অমলকে অনন্ত হিমপ্রবাহে ফেলে দিল। সেই দৃশ্য দেখে দেবিনা, স্বভাবমত, চোরা চোখে, এপাশ-ওপাশ, ফের দেখে দিল। ঘরে কেউ নেই। পাখা খুলে অমল শুয়ে ছিল। অতীত রাতের স্বপ্নগুলো স্মৃতিচারণায় হাঁটছিল, মনের পটে পটে। দেবিনার অনুপ্রবেশে, অমল উঠে বসতে গেল। দেবিনা দিল না। সুমসৃন কামনা ফুটে বেচ্ছে ভাটিকা সুন্দরীর শরীর জুড়ে। অমল পুড়তে থাকল শ্মশানের চিতায়। যেন এক সুখি ভৈরব। প্রভাতী চায়ের সুগন্ধী উষ্ণতা নিয়ে মিস ইন্ডিয়ার ঘুমন্ত স্তন অমলের বুক ছুঁল। দেবিনার চোখে সমুদ্রের দোল। বলল, ‘এবার বাজিমাৎ.... ।’
অমলের হাতের মুঠোয় যুঁই, মল্লিকা, রজনীগন্ধা ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আধুনিকাদের অনেক ফ্যাকড়া। এটা খোলরে, ওটা খোলরে। বলল, ‘কিসের?’
অনায়াস দক্ষতায় দেবিনা গোঁজ দিল। ভক বমি করল শব্দ। বললঃ ‘কেন, পঞ্চাশ হাজার কামালে যে!’
চাঁদহীন আকাশ অমলের চোখে নেমে আসে। ভাটিকাসুন্দরী তড়িঘড়ি নিজের আত্মপ্রকাশ মহিমায় অবতীর্ণ হল। ক্ষণিকের শিরশির উত্তেজনা, চষে ফেলল অমলের আপাদমস্তক। কাঁপতে কাঁপতে অমল ভ্যাড়া বনে গেল। হেঁসে, দা, ছুরি এলোপাতাড়ি আছড়ে পড়ল তার অস্তিত্বের ওপর। মিস ইন্ডিয়া টাকা চাই, টাকা। অমলের রক্তাক্ত হৃৎপিন্ড হাড়কাঠে বন্দি পাঁঠার মতো, সরষে ফুল দেখল।
সময়ের হিসেব নেই । অমল খোঁজে জন্মলগ্ন। দেয়ালে টিকটিকি ডাকে । ভাটিকাসুন্দরীর ঘেমো শরীরের নিচে শায়িত অমল। চলৎশক্তিহীন। একসময় সে ছাড়া পেল, এবং তৎক্ষণাৎ, সদ্য বিয়ানো গর মতো ছুট দেয় মাটির পৃথিবীর বুকে। হাম্বা হাম্বা ডাক, খুকু যুবতীকে। সে আসে না। অনুসন্ধানে মত্ত মিছিলের মানুষকে। তাদের দেখা মেলে না। ভয় দেবিনাকে। আগডুম বাগডুম ভালবাসার জানালা বন্ধ সেখানে। টাকা ছাড়া, কফিন বদ্ধ ফুসফুস, কিছুতেই কপাট খোলে না। গোলকধাঁধার পৃথিবীতে অমল একা, এবং একা। ভাবতেই বিনবিন ঘাম...। হাত পা অসাড়। চেতনা লুপ্ত হয়। সম্বিৎ ফিরল নারী কণ্ঠের কলকল শব্দে। অমল তাকাল, এবং দেখল, খুশিতে হাসির ঢল। দেবিনা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভাটিকাসুন্দরীর দেহভার এই ভূমণ্ডল সইতে পারছে না। দেবিনা দর্শনে, অমলের মনে হল, ফণা তোলা এক বিষধর সাপ। অমলের চোখ জুড়ে ঝপ রাত্রি নেমে এল। অবসন্ন মন, ভেঙে খান খান তখন। যন্ত্রণাদগ্ধ কাতর অমল, আকাশের অদৃশ্য মেঘের কাছে ঝমঝম বৃষ্টি চাইল।
বাড়ি দেখল দেবিনা, এবং অবাক । সামনে প্রশস্ত বারান্দা। দরজাগুলো, ভাবা যায় না, বিশাল বিশাল। অলকগুচ্ছ উড়িয়ে দেবিনা বলল, ‘কী সুন্দর বাড়ি। তোমার চোখকে প্রশংসা করতে হয়। এখন অভাব রইল একটা দেবশিশুর। সে থাকলে....উৎসবের লোভ আমি সামলাতে পারি না গো।’
ভাটিকাসুন্দরীর ঘুম ইচ্ছেগুলো, অমল না করতে পারল না। দেবিনা, রিপুর দহন জ্বালা। কুত্তা, অমল ভালবাসে। ক্যামন লড়াই করে তারা বেঁচে আছে। যমকালো অন্ধকারে অমল কুত্তার রূপ নিল। তখন-ই দেবিনা, মুখোমুখি ফণা তুলে দাঁড়াল। হিস হিস গর্জন। পৃথিবী তোলপাড়। মিস ইন্ডিয়ার এত ক্রোধ কেন? জানার আগ্রহ অমলের বিন্দুমাত্র নেই। কারণ, ছায়াপিন্ডের আবর্তে, দেবিনা একজন পার্থিব সুন্দরী। এবং মানুষী মূর্তি। মানুষের ভাষায় তাই সে বলল, ‘আরও ঐশ্বর্য চাই।’
অমলের ঘুম ভাঙল। দেখল, তারা গা চেটে চলেছে একটা কুকুরী। প্রথমে, অমলের ঘেন্না এল, পরে রাগ। ভাবল, কষে এক লাথি মারে কুকুরীর পেটে। পা তুলতেই, অদ্ভুত, অমলও চতুষ্পদ হয়ে গ্যাছে । নিঃসঙ্গ রাত। একাকী অমল। শীতল সমুদ্রে ডুব দিয়ে উষ্ণতা চাইল। দুম, দেবিনা হাজির । বলল, ‘এসো নাগর, তুমি আমার পাথরের সিঁড়ি হও।’
এরপর দেবিনা, বরফ আচ্ছাদনে ডুবন্ত অমলকে টেনে তুলল। দেবিনার অগ্নিপিন্ড অমলকে ঝলসে দিল। ধড়মড় উঠে বসল অমল। জড়সড় গলায়, ‘কে তুমি?’
দেবিনা স্ফটিকস্বচ্ছ কারফিউ জারি করল। জীবন কেনার গল্প শোনাল। অন্তিম শেষে, হা-হা হাসল। খরা-আনন্দে, শোক মাফিক, ডাইনি দেবিনা, মাথা ঝাঁকাল। তার হাঁ-মুখ বেয়ে রক্ত বন্যা।
কুকুরী দেখছিল, শুনছিল। দেবিনা-রাসলীলায় হতবাক হয়ে দৌড় দিল। দৌড়তে দৌড়তে কচি বালিকা যুবতীর মোক্ষম আত্মপ্রকাশ। অমল পিছু নিল। মিস ইন্ডিয়ার উঁচু দালান কোঠা, স্ফটিকস্বচ্ছ কারফিউ তালা-ঘর, সবকিছু মিলে মিশে, একটা ধোঁয়াটে দমবন্ধ যন্ত্রণা, অমলের বুকের ভেতর জমা হচ্ছিল। নিজেকে হারাতে চাইল না অমল। নৈঃশব্দ খুঁটে নিতে পালাল। দিগন্ত ছড়ানো মুক্তির শ্বাস পেল অমল। জনহীন রাস্তায় এসে সে দাঁড়াল। যেখানে নেই মিছিল। নেই দালান-কোঠা বাড়ি। আছে রক্তিম শিখা রোদ্দুর, আছে জ্যোৎস্নায় ভেজা বৃষ্টি, যা ঝাঁপ দিয়েছে নদী পারের শ্মশানে।
দূর থেকে ভেসে এলে দেবিনার কাঁপা স্বর, ‘মনে রেখো অমল, এখানেই তোমায় ফিরতে হবে। চিতাতেই মুক্তি। আমি-তুমি দুই । হই এক । আমাদের নির্মাণ।’
কুকুরীর পিছু পিছু অমল ঘরে ফিরল। ফিরতেই, শরীরের যা কিছু ছিল গোপনতা, তা তলিয়ে গেল আলকাতরা অন্ধকারে। সামনে ঝুলে আছে দেবিনার নিখুঁত জ্বলন্ত চোখ। খুনি কুকুরী থাবা দিয়ে উপড়ে ফেলল অমলের শস্য শ্যামল কলজে। কিন্তু অমল তো মানুষ, তাই সে মানুষী খোঁজে, দুই শরীর এক হওয়ার কামনায়। কেন এক হয়? পৃথিবীর বুকে চিরকাল বেঁচে থাকার একান্ত লিপ্সা, তাদের পতিত করে মৈথুন মুদ্রার সুখদানে। ক্রমশ এবং ক্রমশ, দেবিনা মুখ এবং অমল মুখ, সব শেষকে নিভৃতে আষ্ঠেপৃষ্ঠে স্পর্শ ছোঁয়ায় বেঁধে ফেলল।
অতি ক্লান্ত অমল ও দেবিনা দাঁড়িয়ে তখন এই দগ্ধ পৃথিবীতে। তমোগুণে জর্জরিত উদোম ন্যাংটো নারী-পুষ। রক্তের নালীতে বয় ক্ষুধার স্রোত। জন্ম দেয় দহনের। সর্বং সহা অগ্নি গ্রাস করে তপ্ত গরল। অমল-দেবিনার আর্তনাদ দশদিকে ধ্বনিত হয়, ‘বৃষ্টি দাও।’

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com